কবিতা

নারী

শাহানা চৌধুরী
৮-৬-২০২০

বন্দি নারীর কদম বাগান খোপায় জড়োসড়ো
হাতির দাঁতের কাঁকন খানি চুলের ভাঁজে ধর।
ফুলের তেলে পাড়ার ছেলে মুগ্ধ বনাম পীড়া
হারমনিতে চৌধুরীদের চিলেকোঠায় কারা?

রূপের আলো, বৃষ্টি শীতল, ঐশ্বর্যে দম্ভ
ফুলের বাগান, পোষা ময়না, প্রবেশ দুয়ার বন্ধ
বাবার আদর, মায়ের পুতুল, স্নেহের ঘরে ভ্রাতা
শাসন চলে, চোখ রাঙানি, জাতার তলে হাতা।

শান্তিপুরির বংশধরের সুরঙ্গ এক পথ
ঠোঁটের ঝিলিক ঘায়েল করে দূর্বা জনরথ
বিজলি ওঠে কান্না জাগে অন্ধকারের পথে
চিনির পুতুল, বাবার মৃদুল, ভাইয়ের শাসন জাগে।

কুমারী মেয়ের যৌন ধারায় জলের প্রপাত শুরু
পৃথিবী এখন স্বাদের নেশায় বুক করে দুরু দুরু
কৃত্রিমতার দীর্ঘশ্বাসে শব্দ কুটির সাজাই
ছলাকলায় প্রারম্ভিকতা পদ্মফুলের মাথায়।

লাল শাড়িতে, কাঁকন জোড়া, খোঁপায় ভুলে বর
ঠাকুরঝি আজ উঠোন ধারে যুদ্ধ বিনাশকর।
পাথর কেটে মূর্তি হবে সুরের তালে তালে
রাজবাড়িতে যোগিনী সাধু পরাধীনতার জালে।

সেথায় এখন কাঠার হিসেব, বিঘার হিসেব অজানা
পাঁচ শরিকে নিচ্ছে কেড়ে বিপদ অশনি ভজনা
চামচিকারা, আড়শোলারা নাচছে ধিনাক ধিন
গুমোট গরম, রুদ্ধ কপাট, সর্পালয়ে বীণ।

মহল জুড়ে স্যাতস্যাতে এক সুরঙ্গ পথ ধরি
দুখিনী আত্মা পূজার ছলে মনের কথা বলি।
পাথরের সিঁড়ি, শিশু কল্লোল, অর্থ যাতন ক্ষোভ
এক আনা দরে হাওয়াই মিঠাই, দুই আনা দরে লোভ

দীর্ঘশ্বাসে বিধবা নারী, এতিম শিশুর হাহাকার
দিবানিদ্রা বাক্স বোঝাই অনিয়মের ঝংকার
দেড় তলা উঁচু বৈঠক ঘরে ধূপকাঠি করে জ্বলজ্বল
সর্প গুহায় পদ চারণায় এক বাটি বিষে মেশে জল।

দোহারা চেহারা, আটসাট গড়ন, অভ্যেস গিটে গিটে
চোখ দুটো তার মলিন হীনতা কান্নার ঝুলি পিঠে

রক্তিম চোখে স্বপ্ন বিলাশ সিংহাসনে মাস্তুল
পার্টিশন দিয়ে জমি ভাগাভাগি নষ্টনীড়ের দুই কুল

মনের কিনারে তারাশঙ্কর,
মুকুটালয়ে ফিতে
চৌধুরানি, গ্রেট ক্যাথরিন, এলিজাবেথের সাথে।
মহাদেবের শঙ্কা দেখে ব্রহ্মার উপস্থিতি
সেবার আলোয় বাঁচিয়ে তোলে অশ্বিনী কুমারের প্রীতি।

সময় গেলেও সময় থাকে মনের বলে জুড়ালো
অধীশ্বরে মাথা উঁচু করে আক্ষেপ বুঝি ফুরালো।

আমার গল্পে আমি থেকে যাই আমিই মুগ্ধ বনাম
আমার তীর্থ, আমার গঙ্গা, কালীঘাটের প্রণাম।
ঘোষপাড়াতে সতী নারীর কুঁচি পরা মাঠ
বনবিহারী কাঁসার ঘটিতে সাধু গীতার পাঠ।